তারিখ 08.OCT.2015
পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ৩

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের পাঁচ দফা প্রস্তাবনা

■ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক

অষ্টম জাতীয় বেতন কাঠামোতে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের অবনমন ও মর্যাদাহানির অবসানের দাবিতে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের আন্দোলন কর্মসূচি সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বক্তব্যে হতাশা প্রকাশ করেছেন শিক্ষকরা। গতকাল বুধবার বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের সভাপতি অধ্যাপক ড. ফরিদ উদ্দিন আহমেদ ও মহাসচিব অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল স্বাক্ষরিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, 'স্বার্থান্বেষী মহল ভুল তথ্য পরিবেশন করে প্রধানমন্ত্রীকে বিভ্রান্ত করার অপপ্রয়াস চালায়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৩ সালে বিশ্ববিদ্যালয় আইন প্রণয়নের মাধ্যমে শিক্ষকদের মর্যাদা ও বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার যে স্বাধীনতা দিয়ে গেছেন– শিক্ষকের মর্যাদা লুণ্ঠনের এই অপচেষ্টার ক্রান্তিকালে আমরা তা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। জাতির পিতার যোগ্য উত্তরসূরি হিসেবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদের ন্যায্য দাবি ও আন্দোলন প্রশ্নে যৌক্তিক ও সদয় সিদ্ধান্ত নেবেন বলে প্রত্যাশা করি।'

এতে আরও বলা হয়, শিক্ষকদের গত পাঁচ মাসের চলমান আন্দোলনে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত করার মতো কোনো কর্মসূচি দেওয়া হয়নি। বস্তুত অর্থে শিক্ষকদের এ কর্মসূচিগুলো ছিল প্রতীকী ও সরকারের নীতিনির্ধারণী মহলের দৃষ্টি আকর্ষণের মাধ্যমে ন্যায়সঙ্গত দাবি পূরণের প্রয়াস।

এদিকে, ৩০ অক্টোবরের মধ্যে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের দাবি পূরণ না হলে ১ নভেম্বর থেকে লাগাতার কর্মবিরতিতে যাওয়ার সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে শিক্ষামন্ত্রীকে পাঁচ দফা প্রস্তাবনা দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন। প্রস্তাবগুলোর মধ্যে আছে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য স্বতন্ত্র বেতন স্কেল প্রবর্তনের লক্ষ্যে অনতিবিলম্বে একটি বেতন কমিশন গঠন করা, স্বতন্ত্র বেতন স্কেল বাস্তবায়ন না হওয়া পর্যন্ত ঘোষিত অষ্টম বেতন কাঠামো পুনর্নির্ধারণ করে সিনিয়র অধ্যাপকদের বেতন-ভাতা গ্রেড-১, অধ্যাপকদের গ্রেড-২, সহযোগী অধ্যাপক গ্রেড-৩, সহকারী অধ্যাপক গ্রেড-৫ ও প্রভাষকদের বেতন কাঠামো সপ্তম গ্রেডে নির্ধারণ করা।

শিক্ষকরা বলছেন, আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে উদ্ভূত সমস্যা সমাধানে শিক্ষকরা সব সহযোগিতা প্রদানে প্রস্তুত। তবে সুনির্দিষ্ট সময়সীমা এবং প্রস্তাবের ভিত্তিতে শিক্ষকরা অগ্রসর হতে চান। উচ্চশিক্ষার সামগ্রিক উৎকর্ষ সাধন এবং জাতীয় উন্নয়নের লক্ষ্যে উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থায় যে

■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৭

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের

[১৯ পৃষ্ঠার পর]

কোনো ধরনের গঠনমূলক পরিবর্তন ও পরিমার্জনে শিক্ষকরা সরকারের সঙ্গে কাজ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

সাদা দলের শিক্ষকদের বিবৃতি : বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের আন্দোলন সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের সমালোচনা করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিএনপি-জামায়াত সমর্থক সাদা দলের শিক্ষকরা। সাদা দলের যুগ্ম আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. মো. আমিনুর রহমান মজুমদার ও অধ্যাপক ড. মো. সিরাজুল ইসলাম স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, অষ্টম জাতীয় বেতন কাঠামোতে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের গ্রেড অবনমন এবং তাদের মর্যাদাহানির প্রতিবাদে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের চলমান আন্দোলন এবং শিক্ষকদের সম্পর্কে গণভবনে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বক্তব্যে শিক্ষকরা বিস্মিত, লজ্জিত ও হতাশ। তার এ অপ্রত্যাশিত ও অনাকাঙ্ক্ষিত বক্তব্যে গোটা শিক্ষকসমাজ অপমানিত ও মর্মাহত হয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী শিক্ষকদের ন্যায্য দাবি বাস্তবায়নে দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে চলমান সংকট সমাধানের ব্যবস্থা করবেন বলে তারা আশা প্রকাশ করেন।